সমকাল

তারিখ . 25 FEB 2016 . . .
পৃষ্ঠা . . . ১৯ . কলাম . . . ৬ . . .

# শিক্ষার্থীদের কুসংস্কার থেকে দূরে রাখতে হবে : রাষ্ট্রপতি

■ বাসস

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ছাত্রছাত্রীদের কুসংস্কার ও প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে দূরে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে কুসংস্কার ও সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে গড়ে তুলতে পারে সেভাবে শিক্ষা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গতকাল বুধবার রাজধানীতে আহছান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সমাবর্তন ভাষণে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে চিরায়ত শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করতে বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বশেষ আধুনিক পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সমাবর্তনে নতুন স্নাতকদের অভিনন্দন জানিয়ে আবদুল হামিদ জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক। ছাত্রছাত্রীরা দেশ ও জনগণের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হবে বলে সরকার আশা করে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

## শিক্ষার্থীদের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

শুধু মুনাফার জন্য পরিচালনা করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মানবকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান এবং দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের জবাবদিহি থাকতে হবে।

সমাবর্তনে অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম এবং উপাচার্য এএমএন সাইফুল্লাহও বক্তৃতা করেন। বুয়েটের প্রফেসর ইমেরিটাস ইকবাল মাহমুদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। মোট ৪৯১ জন ছাত্রছাত্রীকে স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৩ জন স্বর্ণপদক লাভ করেন।

**ভারতের বিমানবাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ :** রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ দু'দেশের বিমানবাহিনীর পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের এয়ার স্টাফ পর্যায়ে নিয়মিত বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ভারতের সফররত বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা গতকাল বুধবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন।

ভারতের বিমানবাহিনী প্রধানকে স্বাগত জানিয়ে আবদুল হামিদ বলেন, সফর বিনিময় এবং যৌথ মহড়া ও প্রশিক্ষণ দু'দেশের বিমানবাহিনীর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

এ সময় রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট সচিব এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা উপস্থিত ছিলেন।